দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 APR 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার হাল

হায়ারে টিচার এনে কেমিস্ট্রি পড়ানো হয়

হাসান হাফিজ ঃ কুমিল্লার বরুড়া সরকারী কলেজে রসায়নের একজন শিক্ষকও নেই। এটি ডিগ্রী কলেজ। প্রাইভেট কলেজ থেকে টিচার হায়ারে আনা হয়। চৌদ্দগ্রাম সরকারী কলেজে পদার্থবিদ্যা বিভাগ শিক্ষক শূন্য। অধ্যক্ষ, ছাত্রবৃন্দের অনুরোধে অংকের শিক্ষক কাজ চালান।

সরকারী কলেজে এই চিত্রের পাশাপাশি বেসরকারী কলেজগুলোর অবস্থা আরো শোচনীয়। প্রায় প্রতিটি কলেজই শিক্ষকহীন অবস্থায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। শিক্ষকহীন ও 'ধারে' আনা পার্টটাইম শিক্ষকের কাছ থেকে ছাত্ররা বিজ্ঞানের যে শিক্ষা পাচ্ছে তার মান ও গভীরতা সহজেই অনুমান করা চলে। বাস্তবে শিক্ষক না থাকলেও কাগজে-কলমে দেখানো হচ্ছে। কোন কালে একজন ছিলেন, তিনি চাকরি ছেড়ে চলে গেছেন, তার বেনিফিট ঠিকই তোলা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বেসরকারী কলেজ, মাদ্রাসায় এ বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া যাবে। বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ, বিজ্ঞান শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বেরিয়ে এসেছে এ তথ্য।

দেশে বর্তমানে সরকারী বেসরকারী ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী কলেজ রয়েছে ৮৭০টি। তার মধ্যে বেসরকারী কলেজের সংখ্যা ৬৫৩। প্রাইভেট কলেজগুলোতে শিক্ষক সংকটের ভয়াবহতার পাশাপাশি ব্যবহারিক শিক্ষার বন্দোবস্ত বলতে কিছু নেই। দেশের বেশীরভাগ কলেজে, সরকারী বেসরকারী নির্বিশেষে বিজ্ঞানের বিভাগগুলো চালানোর জন্য যে খরচ দরকার তার অর্ধেক যোগাড় করতেও হিমশিম খান কর্তৃপক্ষ। কেমিক্যালসহ যা প্রয়োজন, তার এক চতুর্থাংশ যোগান দেয়াও সম্ভব হয় না।

দেশের বিভিন্ন সরকারী কলেজে দীর্ঘকাল শিক্ষকের দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন প্রফেসরের সঙ্গে কথা হল। তিনি জানান, ল্যাবরেটরীগুলোর যে দৈন্যদশা তাতে দৈনন্দিত ক্লাস

(৭-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

হায়ারে টিচার এনে কেমিস্ট্রি পড়ানো হয়

(প্রথম পাতার পর)

চালানোই মুশকিল। সরকারী কলেজগুলোতে ল্যাবরেটরীর জন্য যে বরাদ্দ সেটা অত্যন্ত অপ্রতুল। দেখা যায় ২৫ টাকার জায়গায় বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে এক টাকা। অন্য খাত থেকেও টাকা খরচ করা যায় না।

জবরদস্তিমূলক সরকারীকরণের কুফল

শিক্ষক সূত্রটি জানান, আমাদের সমাজে একটি বদ্ধমূল ধারণা প্রচলিত যে কলেজ সরকারীকরণ করা হলেই বুঝি রাতারাতি সবকিছু পালটে যাবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় অপরিকল্পিতভাবে কলেজ সরকারীকরণ করার পরিণাম শুভ হয় না। নামে সরকারী হলেও সেখানে শিক্ষার মান, শিক্ষার পরিবেশ অপরিবর্তিতই থেকে যায়। যেমন চৌদ্দগ্রাম কলেজ সরকারীকরণের সময় সেখানে পদার্থবিদ্যার কোন শিক্ষক ছিলেন না বলে সেই পদই থাকল না। এ অবস্থা চলতে থাকে বছরের পর বছর। ঢাকা কলেজ যেমন সরকারী, তেমনি চৌদ্দগ্রামও সরকারী কলেজ। কিন্তু শিক্ষার মান, শিক্ষকদের মান; অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে দুটি কলেজের পার্থক্য আকাশ পাতাল। সমমানের না হোক দুটি কলেজের মান কাছাকাছি পৌঁছাও সুদূর পরাহত।

প্রধান শিক্ষক আরো জানান, বার্ষিক বরাদ্দের সময় নামীদামী পুরনো কলেজগুলোই প্রাধান্য পায়। নতুন কলেজগুলো থাকে অবহেলিত, উপেক্ষিত।

খোদ ল্যাবলেটরীতেই লেনদেন

উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রী পর্যায়ের বিজ্ঞান পরীক্ষায় টাকার বিনিময়ে 'ভালভাবে' উৎরে যাওয়া এখন ওপেন সিক্রেট ব্যাপার। কোন লুকোছাপা নেই, খোদ ল্যাবরেটরীতেই চলে লেনদেন। রেটেরও তারতম্য আছে। ৫০ টাকা থেকে শুরু করে পাঁচ শ' হাজার পর্যন্ত। এই ব্যাপার চলে প্রধানত বেসরকারী কলেজগুলোতে। সরকারী কলেজ এসব প্রবণতা থেকে অনেকটা মুক্ত বলে বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছেন।

পরীক্ষকের পক্ষপাত

শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতিপয় সূত্র জানান, বিভিন্ন বোর্ডের প্রধান পরীক্ষার নিযুক্তির ব্যাপারেও কারচুপি রয়েছে। নিয়ম হল, যে কলেজের শিক্ষককে প্রধান পরীক্ষক করা হবে তাকে তার নিজের কলেজের খাতা দেখতে দেয়া হবে না। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে কার্যত সেটা ঘটে না। একটি বিখ্যাত কলেজের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে সূত্রগুলো জানান, প্রধান পরীক্ষক নিজের কলেজের খাতায় পক্ষপাতের প্রতিফলন ঘটান। প্রতি বছর ঘুরে-ফিরে কোন নির্দিষ্ট কলেজই মেধা তালিকায় যে প্রাধান্য বিস্তার করে, তার গোপন রহস্যের একটি কারণ হচ্ছে এটি।

সরকারীকরণের আরো বিপর্যয়

নির্বিচার সরকারীকরণের পর শূন্য পদগুলো শূন্যই থেকে যায়। এছাড়াও বিদ্যমান শিক্ষকদের আত্মীকরণ করতে অনেক সময় কর্তৃপক্ষ বাধ্য হন। শিক্ষকদের মেধার মানের প্রশ্নটি তখন গৌণ হয়ে পড়ে। এতে মূলতঃ শিক্ষার্থীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কলেজ সরকারীকরণ করা হলেও কলেজের মান অনুন্নতই থেকে যায়। সরকারী করা হলে শিক্ষকদের বেতন ভাতা নিশ্চিত হয়, কিন্তু শিক্ষার মান বাড়ে না। বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যয়বহুল বলে, এর অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বেশী দরকার বলে বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরা বেশী বিপদে পড়ে। বিজ্ঞানে শিক্ষার্থীদের ক্রমবর্ধমান অনীহার বিভিন্ন কারণের মধ্যে এটিও একটি।